হাদিসের আলোকে

নামায শিক্ষা

মোহাম্মদ শরীফ উল্যাহ

মুহাদ্দিস,

শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা

**প্রশ্ন:১।**

**নামাজ শুরু করার সময় হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে নাকি কাঁধ পর্যন্ত?**

জবাব:

তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামাজ শুরু করতে হয়। তাকবীরে তাহরীমা বলতে বোঝায় যে তাকবীর বা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে নামাজে প্রবেশ করতে হয়। নামাজে প্রবেশ করার সময় তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দু'হাত উত্তোলন করে তারপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতে হয়। দু'হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে কতটুকু পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতে হবে এই নিয়ে দুটি বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়।

এক. তাকবীর ধ্বনির সাথে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা।

দুই. তাকবীর ধ্বনির সাথে দু'হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করা।

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উত্তোলন এর পরিসীমা সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন।

১) সহীহ মুসলিম, হাদিস -৭৬২, সুনানু নাসাঈ, হাদিস - ৮৮২

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من اذنيه...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন তখন দুই কানের নিকট পর্যন্ত দুই হাত উঠাতেন।২)

২) সুনানু আবী দাউদ ১/১০৯, হাদীস-৭৪৯; তাহাবী-১২৪৫; আহমদ; বায়হাকী।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামার শুরু করতেন তখন দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।৩)

৩) সহীহ বুখারী, হাদীস - ৬৯১; সহীহ মুসলিম, হাদিস -৭৫৯

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ সহীহ হাদিস হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া আরো বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ শুরু করার সময় হাত উত্তোলনের পরিসীমা সংক্রান্ত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলা যায় যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর উঠানো উভয় পদ্ধতিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারা সাব্যস্ত বিধায় এর যেকোনো একটি আমল করলেই সুন্নাতের অনুসরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

**প্রশ্নঃ ২।**

**ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু (...اني وجهت) কখন পড়তে হয়?**

জবাব:

ইসলামী শরীয়াতে জায়নামাজের দোয়া বলতে কোন দোয়া নেই। যদিও আমাদের সমাজে নামাজ শুরু করার আগে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে

' ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি পাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা‌ও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন'

- এই দোয়াটি জায়নামাজের দোয়া হিসেবে বহুল প্রচলিত রয়েছে এবং তালিমুস সালাত, নামাজ শিক্ষা নামক অনেক বইতেও এই দোয়া জায়নামাজের দোয়া হিসেবে উক্ত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তে এ ধরনের বক্তব্যের কোন অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীসে, ফিকহের কোনো কিতাবে কিংবা মহামতি ইমামগণের কার‍ও বা কোনো উক্তির মাধ্যমে জায়নামাজের দোয়ার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদীস শরীফে এসেছে- ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু... দোয়াটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শুরু করার পর অর্থাৎ তাকবিরে তাহরিমার পর পড়তেন।

এপ্রসঙ্গে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة كبره ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي .......... استغفرك واتوب اليك.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে দাড়াই তখন তাকবীর দিতেন অতঃপর বলতেন- 'ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজী পাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাম মুসলিমাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন .......... আস্তাগফিরুকা ওয়াতুবু ইলাইকা'। ৪)

৪) সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬৮৯ ; সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৭৬০

অপর এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শুরুকালে পড়তেন, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক'। ৫)

৫)সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৭৭৬; জামে' তিরমিযী, হাদীস-২৪৩

তাকবীরে তাহরীমা এবং কেরাতের মাঝখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষণিক চুপ থাকতেন। এসময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পড়তেন, আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি পড়ি-

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء و الثلج والبرد. ৬)

৬) সহীহ বুখারী, হাদীস-৭০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১২৪২

উপরোক্ত সহীহ বর্ণনা সমূহের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক সময় একেক সানা পড়তেন। 'ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজী পাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা.....' এটিও এক ধরনের সানা। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের পর পড়তেন। যেমন আমরা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা......' পড়ে থাকি। তাকবীরে তাহরীমার আগে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে 'ইন্নী ওয়াজ্জাহাতু....' পড়ার কোনো শরয়ী দলীল পাওয়া যায় না।

**প্রশ্নঃ ৩।**

**নামাজের নিয়ত মুখে পড়তে হবে কিনা?**

জবাব:

ইবাদতে মাকসূদার জন্য নিয়ত শর্ত। নামাজ যেহেতু ইবাদতে মাকসুদা, সেহেতু নামাজের নিয়ত করা শর্ত। নিয়ত ব্যতীত নামাজ হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - انما الاعمال بالنيات 'আমলের বিশুদ্ধতা বা ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। ৭)

৭) সহি বুখারী, হাদিস -১

নিয়ত শব্দের অর্থ- মনে মনে সংকল্প করা, ইচ্ছা করা করা। এটি সম্পূর্ণরূপে মনের সাথে সম্পর্কিত। মুখে বলার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা একটি নব আবিষ্কৃত প্রথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) কখনো মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যদিও বাজারে প্রচলিত নামাজ শিক্ষা এবং মাসয়ালা মাসায়েল শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বইয়ে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতসহ যত ধরনের নামাজ রয়েছে সকল নামাজের জন্য

نويت أن أصلي لله تعالى.......إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر

এভাবে পৃথক পৃথক বানোয়াট বাক্য নিয়ত হিসেবে উল্লেখ করে নামাজিদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে অসমীচীন এবং গর্হিত । সমাজে মুখে নিয়ত উচ্চারণের বাধ্যবাধকতা স্বরূপ এসব গদবাঁধা শব্দের প্রচলন সম্পূর্ণ অহেতুক।

মৌলিক কথা হলো, নিয়ত পড়ার বিষয় নয় নিয়ত করার বিষয়। আর এর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে মনের সাথে। মুখে গদবাধা কিছু শব্দ উচ্চারণের সাথে নিয়তের কোনই সম্পর্ক নেই। সহজ, সরল এবং শরীয়া সম্মত বিষয়টি গ্রহণ করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

**প্রশ্নঃ ৪।**

**দু'সিজদার মাঝখানে কত সময় দেরি করা উচিত?**

জবাব:

নামাজে দুই সিজদার মাঝখানে বসে শান্ত হওয়া বা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা তা'দিলে আরকানের অন্তর্ভুক্ত। এটি ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দোয়া পড়তেন। না জানা থাকার কারণে আমাদের সমাজের অনেক মুসল্লি এই সুন্নত আমল থেকে বঞ্চিত। দোয়া না পড়ার কারনে অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে লাগাতার দুইটি সেজদা পালন করার কারণে ওয়াজিব লংঘন হয়ে যায়। যা গুরুতর অপরাধ। যার কারণে সাহু সেজদা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। হাদীস শরীফে পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বিভিন্ন ধরনের দোয়া পড়তেন। যেমন-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে-

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني.

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে পড়তেন- ( আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়া'আফেনী, ওয়াহদিনী, ওয়ার্যুকনী।)

'হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে মাফ করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিজিক দিন।' ৮)

৮) সুনানু আবী দাউদ, হাদিস- ৮৫০

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত আছে যে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني.

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে পড়তেন- 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিজিক দিন।' ৯)

৯) জামে' তিরমিযী, হাদীস-২৬৭

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সেজদার মাঝখানে বসে বলতেন, 'রাব্বিগফিরলী রাব্বিগফিরলী'

'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন।' ১০)

১০) সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-৮৯৭; জামে' তিরমিযী, হাদীস-২৮৪

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত আছে যে

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজে দুই সিজদার মাঝখানে পড়তেন-

' হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিজিক দিন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন।'১১)

১১) সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-৮৯৮

উল্লেখ্য যে, নামাজে আমরা কী পড়ি? মনিবের সাথে আমার কী কথোপকথন হয়? না জানা থাকার কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে থাকি। নতুবা দুই সিজদার মাঝখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পড়তেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, রহমত কামনা করা, সংশোধন কামনা করা, হেদায়েত চাওয়া, রিজিক চাওয়া, মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা এসবের উপর আর কী চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে বান্দার তার রবের কাছে! বস্তুত বান্দার সাথে আল্লাহর এহেন গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাত থেকে আমরা অনেকাংশেই অচেতন থেকে যাই অর্থ না বোঝার কারণে। যার জন্য আমাদের নামাজ আমাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে না। অতএব মুমিনের উচিত অন্তত নামাজে সে কী পড়ে, রবের সাথে তার কী কথোপকথন হয়- এই বিষয়গুলো জেনে নেওয়া এবং সে মর্ম উপলব্ধি করে আমল করা আর নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। তাহলেই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে বান্দা ধন্য হবে।

**প্রশ্নঃ ৫।**

**সালাম ফেরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ইমামের ঘুরে বসা কি শরিয়াসম্মত?**

জবাব:

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকেন কিংবা সালাম ফিরানোর পর পরই দুই হাত তুলে দোয়া করে দেন। অধিকাংশ মসজিদেই সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব কেবলমাত্র ফজর এবং আসর নামাজের পর সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসেন। ইসলামী শরীয়তের আলোকে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম সাহেবের করনীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه.

'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন তখন তার চেহারা মোবারক আমাদের দিকে ফিরিয়ে বসতেন।' ১২)

১২) সহীহ বুখারী, হাদিস- ৭৯৭; সুনানু নাসাঈ, হাদিস- ১৩৩৭

কাবিছা ইবনু হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন, সালাম ফিরানোর পর তিনি ডান দিক কিংবা বাম দিক হয়ে ফিরে বসতেন।' ১৩)

১৩) জামে' তিরমিজি, হাদিস- ৩০১

অপর বর্ণনায় হযরত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه.

'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে নামাজ পড়তাম তখন তাঁর ডানপাশে থাকাকে পছন্দ করতাম। কেননা তিনি নামাজ শেষে ডানদিকে মোড় নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন।' ১৪)

১৪) সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৯

সুতরাং বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযেই সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসতেন। তাই ফজর এবং আসর নামাজের মত প্রতি নামাজেই এভাবে ইমামের ঘুরে বসা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

**প্রশ্নঃ ৬।**

**জামাত চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে জামাতে অংশগ্রহণ করবে নাকি আগে সুন্নত নামাজ পড়ে নেবে?**

জবাব:

কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দেখে যে, ইকামত চলছে কিংবা জামাত শুরু হয়ে গেছে এমতাবস্থায় তার কর্তব্য কি তৎক্ষণাৎ জামাতে শরিক হওয়া নাকি প্রথমে সুন্নত নামাজ পড়ে নেয়া।

আমাদের সমাজে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, মসজিদে আসার পর সুন্নত পড়ার সুযোগ না পাওয়ার কারণে অনেক মুসল্লি ইকামত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এমনকি জামাত শুরু হওয়া নজরে পড়লেও তাড়াহুড়া করে সুন্নত নামাজ আদায় করে থাকে। এহেন অবস্থায়

মুসল্লির করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة.

'যখন নামাজের একামত হয়ে যায় তখন ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোন নামায আদায় করা যাবেনা।' ১৫)

১৫) সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৫২৩; সুনান আবু দাউদ, হাদিস-১২৬৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুঝিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও দু'রাকাত নামাজ পড়ছে। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করলেন তখন লোকজন তাকে ঘিরে ধরল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ফজরের ফরয নামাজ চার রাকাত? ফজরের ফরজ নামাজ চার রাকাত?১৬)

১৬) সহীহ বুখারী, হাদিস-৬৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস- ৭৭১

অপর এক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সিরিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

دخل رجل المسجد و رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان! باي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا؟

এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরজ নামাজ পড়ছিলেন সে মসজিদের এক কোণে গিয়ে দুই রাকাত সুন্নত পড়ে নিল তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাজে শরিক হল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরালেন তখন বললেন হে অমুক তুমি দু নামাজের কোনটিকে প্রাধান্য দিলেন তোমার একাকী সুন্নত নামাজ কে নাকি আমাদের সাথে জামাতবদ্ধ ফরজ নামাজকে?১৭)

১৭) সহীহ মুসলিম, হাদিস-৭১২

ফরজ নামাজের ইকামত হয়ে গেলে আর সুন্নত নামাজ পড়ার কোনো অবকাশ নেই এটাই ইসলামী শরীয়াতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সরল সিদ্ধান্ত জানা না থাকার কারণে অনেক মুসল্লি ই একামত শুরু হয়ে যাওয়ার পর এমনকি ফরজ নামাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পরও তাড়াহুড়া করে সুন্নত নামাজ পড়ে থাকেন বিষয়টি শরীয়ত সমর্থিত নয়।

একামত শুরু হওয়ার পরে ও সাহাবায়ে কিরামের কারো কারো নেট থেকে সুন্নত নামাজ পড়ে ফরজ নামাজে শরিক হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাজ রত অবস্থায় সুন্নত নামাজ পালনকারী আদায়কারী সাহাবী কে জামাত শেষে সংশোধন নি দিয়েছেন বলে হাদিসে স্পষ্ট পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরামের দু'এক জনের এমন আমল এজন্য হয়েছে যে হয়তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা উনাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

এতদসম্পর্কিত সাহাবায়ে কেরামের আমল সম্পর্কিত মওকুফ হাদীসগুলো বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

এক্ষেত্রে সহি সনদে বর্ণিত উল্লিখিত মারফু হাদিস গুলো তুলে ধরাই বিষয়টি নিরসনের জন্য যথেষ্ট।

তাছাড়া ফরজ জামাত চলা অবস্থায় সুন্নত নামাজ আদায় করা সুন্নতকে ফরজের চেয়ে প্রাধান্য দেয়ার শামিল অথচ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী আমল করা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত।

**প্রশ্নঃ ৭।**

**মসজিদে প্রবেশের পর করণীয় কী?**

জবাব:

আল্লাহর ইবাদতের জন্যই মানুষ মসজিদে গমন করে। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করেই কি বিশেষ কোনো কাজ আছে? এ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনাই বা কী? বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال اصليت قال لا قال قم فصل ركعتين

কোনো এক) জুমআর দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সামনে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি (মসজিদে) এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওহে! তুমি কি নামাজ আদায় করেছ? সে বলল, ‘না’। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘উঠ, নামাজ আদায় করে নাও।’ ১৮)

১৮) সহীহ মুসলিম, হাদিস- ৮৭৫

মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। মসজিদে ঢুকে দুই রাকাআত নামাজ পড়া ছাড়া বসতে নিষেধ করেছেন প্রিয় নবি। হাদিসের অন্য বর্ণনায় তা সুস্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে-

হজরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে দুই রাকাআত নামাজ না পড়ে; ততক্ষন পর্যন্ত যেন না বসে।’ ১৯)

১৯) সহীহ বুখারী, হাদিস-১১৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস- ৭১৪

অপর এক বর্ণনায় এসেছে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা খুতবা প্রদান কালে বলেন ইমাম খুতবা দেওয়া অবস্থায় জুমার দিনে তোমাদের কেউ যদি মসজিদে আসে সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে আর এতে যেন সংক্ষেপ করে।' ২০)

২০) সহীহ মুসলিম, হাদিস- ২০৬১

কোন মুমিন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করা মাত্রই দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করার গুরুত্ব উপরোল্লিখিত সহি হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। অনেকেই মসজিদে ঢুকে বসে পড়ে তারপর দাঁড়িয়ে সুন্নত কিংবা ফরজ নামাজ আদায় করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়টি না জানা থাকার কারণে দুই রাকাত সুন্নত না পড়েই মসজিদে বসে পড়ে। আবার অনেকে জানা থাকার পরেও উদাসীনতার কারণে দুই রাকাত সুন্নত ত্যাগ করে থাকেন। বিষয়টি খুবই গর্হিত।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশের পর না বসেই দুই রাকাত সুন্নত পড়ার গুরুত্ব এত অধিক যে, জুমুয়ার খুতবা চলাকালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেই বসে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাঁড় করিয়ে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়ালেন। অথচ আমাদের সমাজের মসজিদগুলোতে খুতবা রত অবস্থায় মুসল্লী প্রবেশ করলে অনেক খতিব সাহেব বলে থাকেন যে, এখন বসুন পরে সুন্নতের সময় দেওয়া হবে- বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সাথে স্পষ্টত সাংঘর্ষিক।

আর একটি মারাত্মক বিষয় অনেক মসজিদে লক্ষ্য করা যায় যে, মসজিদে লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং লেখা থাকে লাল বাতি জ্বলা কালীন সুন্নত পড়া নিষেধ। লাল বাতি জ্বালিয়ে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক দুই রাকাত সুন্নত থেকে বারণ করার স্পর্ধা রীতিমতো ইসলামী শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। এ অপসংস্কৃতি কোত্থেকে অনুপ্রবেশ করেছে তা অনেকেরই বোধগম্য নয়। এ জাতীয় অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক আমল করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

মোটকথা, মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বেই দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করা মহা নবীর সুন্নত। এক্ষেত্রে খুতবা চলাকালীন সময়ে এই দুই রাকাত নামাজ কে ছোট কেরাত দিয়ে সংক্ষিপ্ত করে আদায় করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন।

**প্রশ্নঃ ৮**

**ঈদের দিন নামাজ আগে না খুতবা আগে?**

জবাব:

জুমুয়ার নামাজের আগে খুতবা দিতে হয় আর ঈদের দিন তার ব্যতিক্রম। আগে নামাজ পড়তে হয়। নামাজ শেষে খুতবা দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, ওমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর সাথে ঈদ উদযাপন করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই খুতবার পূর্বে নামাজ সম্পন্ন করতেন।'২১)

২১) সহীহ বুখারী, হাদিস-৯০৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস-১৯২৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার পর প্রথম ঈদের দুই রাকাত নামাজ আজান ইকামত ব্যতীত জামাতের সাথে আদায় করতেন। তারপর খুতবার মাধ্যমে মুসল্লিদের কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন নসিহত করতেন খুতবা শেষে নারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকেও নসিহত করতেন।

অথচ আমাদের দেশে অধিকাংশ ঈদগাহেই খতিব সাহেবগন ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে আগে মাতৃভাষায় খুতবা দেন, ওয়াজ নসিহত করে থাকেন। এরপর ঈদের দুই রাকাত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন।আর নামাজ শেষে আরবি ভাষায় খুতবা দিয়ে থাকেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে এসে প্রথমে নামাজ আদায় করতেন আর আমাদের সমাজে ঈদগাহে এসে প্রথমে ওয়াজ-নসিহত করা হচ্ছে যা কিনা আল্লাহর রাসূল নামাজের পরে প্রদত্ত খুতবায় করতেন। বিষয়টি স্পষ্টত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণে হচ্ছে না।

এর কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেন মাতৃভাষায় শ্রোতারা শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায়। আর আমাদের খতিব সাহেব গান খুতবা দিয়ে থাকেন বিদেশী ভাষায় শ্রোতাদের বোধগম্য নয় এমন ভাষায়। যার কারণে অজুহাত দাঁড় করিয়ে বলে থাকেন যে আগে মাতৃভাষায় ওয়াজ নসিহত করে করে মুসল্লিদের কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় নসিহত করা হয়। এসব খোঁড়া যুক্তি বাদ দিয়ে যদি মাতৃভাষায় খুতবা দেয়া হতো তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মত অনুসরণে ঈদগাহে গিয়ে শুরুতেই সালাত আদায় করে সালাত শেষে খুতবা দেওয়াই যথেষ্ট ছিল হত যা মুসল্লিদের বুঝতে অসুবিধা হতো না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃভাষায় খুতবা দিয়েছেন তার অনুসরণে আমাদের কেউ মাতৃভাষা দেই খুতবা দিতে হবে।

আবার অনেকে যুক্তি পেশ করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরবিতে খুতবা দিয়েছেন সুতরাং আমাদের কেউ আরবি ভাষাতেই খুতবা দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি বলা হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরবিতে কথা বলতেন তাহলে তার অনুসরণে আমাদের সকলকেই তো আরবিতে কথা বলতে হবে। সে যোগ্যতা অর্জন হলে তো আর কোন কোথায় থাকে না।

মোটকথা, আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে আগে নামাজ আদায় করতেন নামাজ শেষে খুতবা দিতেন। এটাই নবীর সুন্নত। নবীর সুন্নতের দিকে ফিরে আসা, তদনুযায়ী আমল করা, বিগত জীবনের ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক দীন বুঝার তৌফিক দান করুন।

**‌ প্রশ্নঃ ৯।**

**বিতর নামাজ কয় রাকাত?**

জবাব:

#(রাকাতের সংখ্যা নির্ণয়)

বিতর নামাযের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। এক্ষেত্রে শরীয়তে এক রাকাত থেকে তের রাকাত পর্যন্ত যে কোনো বেজোড় সংখ্যক রাকাত আদায় করার অনুমোদন রয়েছে। তবে আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মুসল্লী তিন রাকাত আদায় করে থাকেন। বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب ان يوتر بخمس فليفعل ومن أحب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب ان يوتر بواحدة فليفعل.

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিতর নামায বিশেষ কর্তব্য। সুতরাং যে বিতর হিসেবে পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায় সে যেন তাই করে। যে তিন রাকাত আদায় করতে চায় সে যেন তাই করে। আর কেউ এক রাকাত বিতর আদায় করতে চাইলে সে এক রাকাতই আদায় করবে।' ২২)

২২)সুনানু আবী দাউদ, হাদিস-১৪২২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا أردت ان تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত করে। আর যখন তুমি নামায থেকে অবসর নিতে চাইবে তখন এক রাকাত পড়বে। এতে করে তোমার আদায়কৃত নামাজ বিতর হিসেবে গণ্য হবে।' ২৩)

২৩) সহীহ বুখারী, হাদীস- ৯৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস-১৬১৫

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن الا في اخرهن فاذا اذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে পাঁচ রাকাত বিতর পড়তেন। এ পাঁচ রাকাত পড়া শেষ করেই তিনি বসতেন। আর মুয়াজ্জিন আজান দিলে তিনি উঠতেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।' ২৪)

২৪) সহীহ মুসলিম, হাদিস- ১৫৯৭; জামে' তিরমিজি, হাদিস- ৪৩১

তানহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর নামাজের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث و ثمان و ثلاث و عشر وثلاث ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولابأكثر من ثلاث عشرة.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পড়তেন চার রাকাত এবং তিন রাকাত, কখনো ছয় রাকাত এবং তিন রাকাত, কখনো আট রাকাত এবং তিন রাকাত, আবার কখনো দশ রাকাত এবং তিন রাকাত। তবে তিনি সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের বেশি বিতর পড়তেন না।' ২৫)

২৫) সুনান আবু দাউদ, হাদিস- ১৩৬২

অপর এক বর্ণনায় এসেছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায তিন রাকাত পড়তেন।' ২৬)

২৬) জামে' তিরমিযী, হাদিস-৪৩২

আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة و قال ايضا فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দুই দুই রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন এবং এক রাকাত বিতর পড়তেন। তিনি আরো বলেন যখন তুমি ভোর হওয়ার আশঙ্কা করবে তখন এক রাকাত বিতর পড়বে।'২৭)

২৭) সহীহ বুখারী, হাদীস- ৯৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৪৯

বিতর (وتر) মানে বেজোড়। বিতর নামাজ মানে এমন নামাজ যার রাকাত সংখ্যা বেজোড়। বিতর নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে ই উপরোক্ত সহি হাদিস গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বিতর নামাজের রাকাত সংখ্যার বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। তা হল এক রাকাত, তিন রাকাত, পাঁচ রাকাত, এভাবে তের রাকাত পর্যন্ত। তবে সংখ্যাটা বেজোড় সাব্যস্ত।

বর্ণনা সমূহের বৈচিত্রতার মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলা যায় যে ইসলামী শরীয়ত বিতর নামাজের রাকাতের সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রেখেছে। বান্দা উপরোক্ত যেকোনো সংখ্যক রাকাত বিতর নামাজ হিসেবে আদায় করতে পারে।

এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নফল নামাজ দুই দুই রাকাত করে পড়তে থাকতেন। আর নামাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছে পোষণ করলে সর্বশেষ এক রাকাত পড়ে বেজোড় করতেন। আর এটাই বিতরে হিসেবে গণ্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত করে কখনো চার রাকাত কখনো ছয় রাকাত কখনো আট রাকাত পড়তেন এবং সর্বশেষ এক রাকাত পড়ে সম্পন্ন করতেন। এক রাকাতে ছিল বিতর।

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কোন নফল নামাজ আদায় না করে কেবল এক রাকাত বিতর নামাজ পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

#রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত করে পড়তেন কখনো চার রাকাত পড়েছেন অতঃপর তিন রাকাত বিতর পড়েছেন কখনো ছয় রাকাত পড়েছেন তিন রাকাত বিতর পড়েছেন আবার কখনো আট রাকাত পড়েছেন সাথে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন কখনো বা দশ রাকাত পড়েছেন তার সাথে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। তাছাড়া কেবলমাত্র তিন রাকাত বিতর নামাজ আদায় করেছেন বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

#(বৈঠক প্রসঙ্গে)

\* হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد الا في اخرهن.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাকাত ব্যতীত বসতেন না।' ২৮)

২৮) বায়হাকী, হাদীস- ৪৮০৩

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে-

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس الا في اخرهن.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়তেন কিন্তু তিনি শেষ রাকাত ছাড়া বুঝতেন না।'২৯)

২৯) সুনানু নাসাঈ, হাদিস-১৭১৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত কিংবা পাঁচ রাকাত বিশিষ্ট বিতর নামাজে একটিমাত্র বৈঠক করতেন। আর তা ছিল শেষ বৈঠক। দুই রাকাত শেষে তাশাহুদের বৈঠক করতেন না।

তিন রাকাত বিশিষ্ট বিতর নামাজ এবং মাগরিবের নামাজের এটা ছিল বিশেষ ভিন্নতা।

তিন রাকাত বিতর দুই সালামেও পড়া যায়। প্রথমে দুই রাকাত পড়ে বৈঠক শেষে যথারীতি সালাম ফিরাবে। অত:পর পুনরায় এক রাকাত পড়ে বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে।

#(বিতর নামাজের কেরাত, কুনুত রুকুর আগে না পরে, হাত তুলে না বেঁধে)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرا في الاولى ب "سبح اسم ربك الاعلى" وفي الثانيه ب "قل يا ايها الكافرون" وفي الثالثه ب "قل هو الله احد" و يقنت قبل الركوع..........

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকাতে "সূরা আ'লা" দ্বিতীয় রাকাতে "সূরা কাফিরুন" এবং তৃতীয় রাকাতে "সূরা ইখলাস" পড়তেন। আর তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন...........।'৩০)

৩০)সুনানু নাসাঈ, হাদীস-১৬৯৯

অপর এক বর্ণনায় হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে রুকুর পূর্বেই কুনূত পড়তেন।'৩১)

৩১) সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস-১১৮২

হযরত 'আছেম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

سالت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع او بعده قال قبله.

'আমি আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন কুনূত অবশ্যই পড়া হতো। আমি প্রশ্ন করলাম

তা কি রুকুর আগে না পরে? তিনি জবাবে বললেন রুকুর আগে।'৩২)

৩২) সহীহ বুখারী, হাদীস-৯৪২

হযরত আবু রাফে থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء.

'আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নামাজ আদায় করেছি। তিনি রুকুর পর কুনূত পড়তেন এবং দুই হাত তুলে সশব্দে দোয়া করতেন।'৩৩)

৩৩) সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, খ-২ পৃষ্ঠা-২১২

তিন রাকাত বিশিষ্ট বিতর নামাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা শেষ করে সূরা আলা পড়তেন দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন।

মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতেও বিতরের নামাজে কেরাত পড়ার সময় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

বিতর নামাজে কুনুত পড়ার বিধান রয়েছে। এই কুনুত কি রুকুর আগে পড়তে হয় নাকি রুকুর পরে? এ নিয়ে দুই ধরনের আমলই লক্ষ্য করা যায়।

তবে রুকুর পরে কুনুত পড়া মাওকুফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। অর্থাৎ সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

আর রুকুর আগে কুনুত পড়া মারফু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

#(দোয়া কুনুত কোনটি )

\*\* হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কতিপয় বাক্য শিখিয়েছেন যেগুলো আমি বিতর নামাজে পড়ে থাকি। সেগুলো হলো-

"اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت"

"হে আল্লাহ! হেদায়েত কর আমায়, যাদের তুমি হেদায়েত করেছ তাদের সাথে। শান্তি-স্বস্তি দান করো আমায়, যাদের তুমি শান্তি স্বস্তি দান করেছ তাদের সাথে। অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো আমার, যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের সাথে। বরকত দান করো আমায়, যা তুমি দান করেছ আমায় তাতে এবং রক্ষা করো আমায় পর অনিষ্ট হতে, যা তুমি নির্ধারণ করেছ (আমার জন্য)। কেননা তুমি নির্দেশ দান করো, তোমার ওপর নির্দেশদান করা চলে না। বস্তুত সে ব্যক্তি অপমানিত হয় না যাকে তুমি মিত্র ভেবেছ। আর সম্মানিত হয় না সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি শত্রু ভেবেছ। বরকতময় তুমি হে আমাদের প্রতিপালক আর তুমিই সুউচ্চ।"৩৪)

৩৪) সুনান আবু দাউদ, হাদীস- ১৪২৫

অপর এক বর্ণনায় এসেছে হযরত আব্দুর রহমান সুলামী র. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কুনুতে পড়ার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে যে দোয়া শিখিয়েছেন তা হল-

اَللَّهمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সকল মঙ্গল তোমারই দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না। আর যারা তোমার অবাধ্যতা করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদাহ করি। আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবতো কাফেরদের জন্য অবধারিত।'৩৫)

৩৫) আল মুসান্নাফ,আব্দুর রাজ্জাক, হা- ৪৯৬৯

বিতর নামাজে আমাদের দেশের মুসল্লিগণ সাধারণতঃ ''আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাইনুকা...'' দোয়াটি কুনুত হিসেবে পড়ে থাকেন। যা মওকুফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত।

আর প্রথমোক্ত দোয়াটি অর্থাৎ "আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা..." মারফু হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীয় দৌহিত্র হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শেখানো দোয়া। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর শেখানো এ দোয়াটি কুনুত হিসেবে পড়তেন। মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে বিতরের নামাজে কুনুত হিসেবে এ দোয়াটি পড়া হয়।

বিতরের নামাজে কুনুত হিসেবে একটি দোয়াই পড়তে হবে বিষয়টি এমন নয়; বরং কেউ ইচ্ছে করলে একাধিক দোয়া পড়ার সুযোগও রয়েছে।

**প্রশ্নঃ ১০।**

**নামাজে তাড়াহুড়া করার ব্যাপারে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি কী?**

জবাব:

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে-

أن النبي ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلّى، ثُمَّ جاءَ، فَسَلَّمَ على النبيِّ ﷺ فَرَدَّ النبيُّ ﷺ عليه السَّلامَ، فَقالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَصَلّى، ثُمَّ جاءَ، فَسَلَّمَ على النبيِّ ﷺ فَقالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاثًا، فَقالَ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ، فَما أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قالَ: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتّى تَطْمَئِنَّ راكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتّى تَعْتَدِلَ قائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلاتِكَ كُلِّها.

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য একজন লোকও মসজিদে প্রবেশ করল। লোকটি নামাজ পড়ল এবং নবী সা:-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম জানাল। নবী সা: তাঁকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার নামাজ পড়ো। কারণ, তুমি নামাজ পড়োনি। এতে সে গিয়ে আবার নামাজ পড়ল এবং ফিরে এসে নবী সা:-কে সালাম জানাল। তিনি এবারো বললেন, গিয়ে আবার নামাজ পড়ো, কারণ তুমি নামাজ পড়োনি। এভাবেরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে লোকটি একে একে তিনবার নামাজ পড়ল। অতঃপর লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে নামাজ পড়তে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে, তখন তাকবির বলে আরম্ভ করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয়, সেখান থেকে পাঠ করবে। অতঃপর এমনভাবে রুকু করবে যেন রুকুতে প্রশান্তি আসে। রুকু থেকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রশান্তভাবে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সেজদা এমনভাবে করবে, যাতে সেজদায় প্রশান্তি আসে। এরপর সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তভাবে কিছুক্ষণ বসবে। অতঃপর আবার প্রশান্তভাবে সেজদা করবে এবং তোমার সমস্ত নামাজ এভাবে পড়বে।’৩৬)

৩৬)সহীহ বুখারী, হাদীস- ৭৫৭,

সাবেত রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.

‘আনাস আমাদেরকে নবী সা: যেভাবে নামাজ পড়েন তা বর্ণনা করে শোনাতেন এবং নামাজ পড়ে দেখাতেন। সুতরাং নামাজে যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন, তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সেজদায় যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন।’ ৩৭)

৩৭)সহীহ বুখারি, হাদীস- ৭৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৯৫৩

রুকু থেকে সোজা হয়ে প্রশান্তচিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রবের সামনে যার সন্তুষ্টির জন্য আপনি নামাজ পড়ছেন। দাড়ানো অবস্থায় কী পড়তে হবে এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده و قولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ''সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে, তোমরা তখন "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" বলো। কেননা, যে ব্যক্তির এ কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে উচ্চারিত হবে, তার অতীতের সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।৩৮)

৩৮)সহীহ বুখারি, হাদীস- ৭৫২,

অপর এক বর্ণনায় হযরত রিফায়া ইবনে রাফে' যুরাকি রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اوله.

একদিন আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ আদায় করছিলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে পেছন থেকে মুসল্লিদের একজন বলে উঠল, "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাছিরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফিহি।" নামাজ শেষ করে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলছিল? লোকটি বলল, আমি বলেছি। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি দেখলাম ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।' ৩৯)

৩৯)সহীহ বুখারী, হাদীস- ৭৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস-১২৪৫

নামাজই একমাত্র ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দাহ মেরাজ লাভ করার সুযোগ থাকে। আর এই নামাজ আদায়ের জন্য সবার আগে প্রয়োজন একাগ্রতা। একাগ্রতা নিয়ে সালাত আদায় করলে অন্তরে প্রশান্তি আসে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই ওই সব ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা একাগ্রতা সমেত ভীতির সাথে নামাজ আদায় করে (সুরা মুমিনুন, আয়াত-১, ২)। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে নিজেকে ছোট মনে করে নামাজ আদায় করা এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে অন্তরের মধ্যে ধারণ করে আল্লাহকে ভয় করা।

হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সে ব্যক্তি, যে নামাজে চুরি করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন,হে আল্লাহর রাসূল! নামাজে আবার কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, রুকু সেজদাকে যথাযথভাবে আদায় না করা। ৪০)

৪০)মুসনাদে আহমদ, হাদীস-২২৬৯৫; মিশকাত, হাদীস-৮৮৫

সালাত হলো আল্লাহর জিকির বা স্মারক। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার জিকর বা স্মরণের জন্য সালাত কায়েম করো।’ (সূরা তাহা-১৪)

তিনি আরো বলেন, ‘আর যখন মুনাফিকরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা অলসতাভরে দাঁড়ায়, তারা মানুষকে দেখায় এবং খুব কমই আল্লাহর জিকর (স্মরণ) করে। (সূরা নিসা-১৪২)

সত্যিকারার্থে নামাজে আমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে স্মরণ করি না। নামাজের মধ্যে আমরা যা পাঠ করি তা হয়তো অর্থ জানি না, অথবা তাড়াহুড়া করার কারণে অর্থের সাথে আত্মার সংযোগ ঘটে না। ফলে আমাদের সালাতে প্রশান্তি আসে না। সারাদিন পার্থিব কাজকর্ম আর বেহুদা সব গল্পে অনেক সময় ব্যয় করতে পারি, কিন্তু নামাজের বেলায় যত তাড়াহুড়ো।

বস্তুত কেরাত, তাসবীহ, তাহলীল, দোয়া এবং নামাজের রুকনগুলো স্থীরতা আর প্রশান্তির সাথে আদায় করা মুমিনের অলংঘনীয় কর্তব্য।

সারাদিনের যে সময়টুকু আমরা মালিকের সামনে হাজির হয়ে নামাজ আদায় করি।

এ জন্য কি তাঁর দেয়া সময় থেকে আরকটু সময় আমরা বাড়াতে পারি না?

**প্রশ্নঃ ১১।**

**ফরজ নামাজের পর করণীয় কী?**

জবাব:

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মসজিদেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফজর ও আসর নামাজে মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসেন। অন্যান্য ফরজ নামাজ সমূহ আদায় শেষে সালাম ফিরিয়ে ইমাম সাহেব কেবলা মুখী হয়ে বসে থাকেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজ শেষে মুক্তাদির দিকে ফিরে বসতেন এ প্রসঙ্গে হজরত সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه.

'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন নামাজ আদায় করতেন তখনই আমাদের দিকে মুখ করে ঘুরে বসতেন।' ৪১)

৪১) সহীহ বুখারী, হাদীস- ৮৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৯৮৯

  আমাদের সমাজে জামাতে নামাজ আদায় করার সময় ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদেরকে খুব দ্রুতই তাড়াহুড়া করে উঠে যেতে দেখা যায়। অথচ ফরজ নামাজ আদায়ের পর যে মাসনুন দোয়া জিকির সমুহ রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম বসে বসে সেই জিকির এবং দোয়া গুলো পড়তেন। আমাদের মুসল্লিগণ সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল না থাকার কারণে মূলত উঠে যান।

অনেক হাদিসে এ সময় জিকির ও দোয়া করার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আবার অনেক হাদিসে শিখানো হয়েছে ফরজ নামাজের পর কোন কোন জিকির ও দোয়া করতে হবে।

ফরজ নামাজ শেষে কতিপয় মাসনুন জিকির নিম্নে তুলে ধরা হলো-

‌‌ \*\* أَسْتَغْفِرُ اللَّه

(আস্তাগফিরুল্লাহ)

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

এ বাক্যটি তিন বার পাঠ করতে হয়। ৪২)

৪২) সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৬২

‌‌ \*\* اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

(আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার গুণবাচক নাম সালাম। তুমি শান্তিদাতা। তুমি কল্যাণময়। তুমি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

উল্লেখিত দোয়াটি এক বার পাঠ করতে হয়।৪৩)

৪৩) সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৬২

‌‌ \*\* لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লিমা আতাইতা। ওয়া-লা মুতিয়া লিমা মানা’তা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তার। তিনি সব কিছুর ওপর সামর্থ্যবান। আপনি দিলে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। আপনি না দিলে কেউ দিতে পারে না, কেউ উপকার করতে পারে না।

এ দোয়াটি একবার পাঠ করতে হয়। ৪৪)

৪৪) সহীহ মুসলিম, হাদিস-১২১৬

‌‌ \*\* لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

‍

( লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু। লাহুল মুলকু। ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। লা হাউলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ওয়া লা না’বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। লাহুন নি’মাতু ওয়া লাহুল ফাজলু। ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসিনা লাহুদ দ্বীনা। ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরূন)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য  নেই। তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তার। তিনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান। নেক কাজের তওফিক দান করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। গুনাহ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত আমি করি না। প্রাচুর্য দেওয়ার ও অনুগ্রহ করার ক্ষমতা তার। সকল প্রশংসা ও সৌন্দর্য তার। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা একনিষ্ঠ ভাবে তার দ্বীন মেনে চলি। যদিও অবিশ্বাসীরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়।

এই দোয়াটিও এক বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। ৪৫)

৪৫) সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৭১

‌‌ \*\* প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের পর 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার ও 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার পাঠ করা। ৪৬)

৪৬) সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৭৭

অথবা

'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার। এর পর ১ বার

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

( লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু। লাহুল মুলকু। ওয়ালাহুল হামদু। ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তার। তিনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান। ৪৭)

৪৭) সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১৩৮০

‌‌ \*\* اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

( আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল জুবনি। ওয়া আউযু বিকা আন আরুদ্দা ইলা আরজালিল উমুরি। আউজুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনিয়া। আউজু বিকা মিন আজাবিল কাবরি)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই। বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা থেকে আশ্রয় চাই। দুনিয়ার ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই। কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।

দোয়াটিও এক বার পাঠ করতে হয়। ৪৮)

৪৮) সহীহ বুখারি, হাদীস- ২৮২২

‌‌ \*\* সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এক বার করে তেলাওয়াত করা। ৪৯)

৪৯) সুনানু আবী দাউদ, হাদীস- ১২২৫

‌‌ \*\* اَللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

( আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা জিকরিকা ওয়া শোকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জিকির করার সুযোগ দাও। তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের সুযোগ দাও। সুন্দরভাবে তোমার ইবাদতের সুযোগ দাও।

এই দোয়াটি এক বার করে পাঠ করতে হয়। ৫০)

৫০)সুনানু আবী দাউদ: ১৫২৪

এছাড়া হাদিসে আরো অনেক দোয়া পাওয়া যায় যেগুলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত ফরজ নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে পড়তেন। হাদিসে উল্লেখিত দোয়া জিকির সমূহের মধ্যে থেকে কতিপয় আমরা উল্লেখ করলাম। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সবকয়টি দোয়া একি নামাজ শেষ করে পড়তেন বিষয়টি এমন না নয়।

ফরজ নামাজের সালাম শেষে দোয়া পাঠ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত । অপরদিকে সালাম ফিরিয়ে এসব সুন্নত দোয়া জিকির বাদ রেখে মুনাজাতের নামে দুই হাত তুলে প্রচলিত দোয়া করা এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের প্রদেয় সুন্নতের পরিপন্থী। সম্মিলিত ভাবে এই দুই হাত তুলে মোনাজাত নামক দোয়ার ফলে হাদিসে উল্লেখিত দোয়া সমূহ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

আল্লাহর রাসূল তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা পরিহার করো সূরা হাশর

আমরা ইবাদত করছি আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর তিনি বলছেন তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে। সুতরাং অন্যসব মত পথ পরিহার করে আল্লাহর রাসূলের আদর্শের অনুসারী হওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**প্রশ্নঃ ১২।**

**নারীদের মসজিদে যাওয়ার শরয়ী বিধান কী?**

জবাব

আল কোরআনে সালাত কায়েম করার অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায়ের বাধ্যবাধকতা বর্ণিত হয়েছে নারী-পুরুষ সকলের জন্য। শুধু পুরুষের জন্য নয়। আর নারীদের ঈদের জামাতে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলের (সাঃ) নির্দেশনা রয়েছে। এর ভিতর দিয়ে কল্যাণে, ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে ও ইসলামী বিধান পালনে তারা পুরুষের মতো নিজেদের এগিয়ে রাখার সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে।

ফিতনার কথা বলে নারীদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা রাসূলের (সাঃ) হাদিসকে অবজ্ঞা বা বাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন কখনো সহীহ তরীকা হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استاذنكم الى المساجد فاذنوا لهن.

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের নারীরা মসজিদে যাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিও। ৫১)

৫১) সহীহ বুখারী, হাদীস-৮১৬

অপর এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না।'৫২)

৫২) সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৮৮৬

নারীরা ইসলামের পর্দার বিধান সঠিকভাবে মেনে সব বৈধ ও জনকল্যাণমূলক কাজেই অংশ গ্রহণের শরয়ী বিধান ইসলামে রয়েছে। সুতরাং তারা মসজিদে নিয়মিত অংশ গ্রহণ ও যাতায়াত নিরাপদ করার সংস্কৃতি চালু করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব।

নিরাপত্তা বা ফেতনা সৃষ্টির ঠুনকো অজুহাত দাড় করানোর মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিধান জানা ও মানার মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রমে তাদের বঞ্চিত করার হীন প্রচেষ্টা শুধু আপত্তিকরই নয় বরং ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর। এতে করে নারীরা ইসলামের আলোকে নিজেদের গঠন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আসুন আমরা রাসূল (সাঃ) এর বাণী ও তার সময়ের নারীদের মসজিদে ও ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করি।

রাসূলের যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে নারীরা মসজিদে জামায়াতে সালাত আদায় করার প্রচলন ছিলো। নারীরা রাসূলের (সা:) এর যুগে তাঁরই পেছনে মসজিদে নববীতে তাঁর ইমামতিতে নামাজ আদায় করতেন। রাসুলের ওফাত পর্যন্ত এ অনুশীলন অব্যাহত ছিল। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সব গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ‘রাসূল (সা:) ফজর সালাত আদায় করতেন, তখন তাঁর সাথে মুমিন নারীরা চাদর পেঁচিয়ে নামাজ আদায় করতেন, তারপর তারা ফিরতেন, তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে তিনটি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। [বুখারী, খ. ১, পৃ. ৯৯; পৃ. ২০৮,খ. ৩, পৃ. ১৩০-১৩১] রাসূল (সা) অধিকাংশ সময়ে সালাত দীর্ঘ করতে চাইতেন কিন্তু মহিলাদের শিশুদের কান্নায় তাদের মায়েরা অস্থির হয়ে পড়ে কিনা এ কথা ভেবে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবি কাতাদা তদীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, আমি সালাতে দাড়িয়ে তা দীর্ঘ করতে চাই; কিন্তু শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষিপ্ত করি, পাছে তার মায়ের কষ্ট হয়। বুখারী সালাত অধ্যায়ে চারটি স্থানে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন; দুটি আবু কাতাদাহ (রা:) হতে আর দুটি আনাস ইবনু মালিক (রা:) হতে। [বুখারী খ.১, পৃ. ১৭২; পৃ. ২০৮; তিরমিযি খ.১, পৃ. ২৩৪] প্রথমদিকে মুসলিমরা নিদারুণ অনটনে ছিলেন। এমনকি তাদের অনেকের দুটো কাপড়ও ছিল না। এজন্য অনেককে একপ্রস্থ কাপড় কোনমতেই পেঁচিয়ে সালাত আদায় করতে হতো। এ ব্যাপারটা ভাবলে ও গভীরভাবে অনুধাবন করলেই বুঝা যায় যে, কাপড়ের সঙ্কটও নারীদের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পরকালে নারী-পুরুষ সবাইকে যেহেতু জবাবদিহীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, নারী কেন সেখানে পিছিয়ে থাকবে। আর এটাই বাস্তব সম্মত ও সঠিক।

রাসূলের যুগে নারীদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

পুরুষরা সামনে ও নারীরা পেছনে সালাত আদায় করতেন। নারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পুরুষরা সেজদা হতে পূর্ণরূপে মাথা তোলার পর যেন তারা মাথা উঠায়। সাহল ইবনু সাদ (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) এর সাথে লোকজন সালাত আদায় করতো, সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তারা তহবন্দ ঘাড়ে বাঁধতেন। আর তাই নারীদেরকে বলা হলো, তোমরা মাথা তুলবে না পুরুষরা সোজা হয়। [বুখারী, খ.১, পৃ. ১৯৭; মুসলিম, খ. ১,পৃ. ৩৩৭] কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় নারীদেরকে দেরীতে মাথা তোলার নির্দেশ রাসূল (সা:) নিজেই দিয়েছিলেন। [আল-মুহাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৩১] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে নারীদের কাতার বা সারি পুরুষের পেছনে ছিলো। পাশাপাশি এটাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (সাঃ) আমলে নারীরা মসজিদে জামায়াতে সালাত আদায় করতেন। জামায়াতে সালাত শেষে নারীরা খুব দ্রূত বাসায় ফিরতেন। রাসূল (সা:) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করার জন্য এ পন্থা গ্রহণ করেছেন। যেমন উম্মু সালামা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন সালাম ফেরাতেন, নারীরা উঠে দাড়াতো, দাঁড়ানোর আগে তিনি নিজ স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। [বুখারী, খ. ১ পৃ. ২০৪,২০৭,২০৮,২০৯] জহুরী বলেন, আমরা মনে করি আল্লাহ তায়ালা আরো ভালো জানেন; তিনি এ জন্য তা করতেন যেন বাসায় ফেরার আগে মহিলাদেরকে কোন পুরুষ নাগাল না পায়। নারীদের মসজিদে গমনে বাধা দিতে রাসূলের নিষেধাজ্ঞা

মহানবী (সাঃ) এর আমলে নারীদের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে সরব উপস্থিতি ছিলো। এমনকি রাসূল (সাঃ) নিজেই নির্দেশনা দিয়েছেন মসজিদে জামায়াতে সালাত আদায় করতে যেতে চাইলে নারীদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। কারণ নারীরা আল্লাহর বাঁদি; আর মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘরে তার বাদীদেরকে যেতে বারণ করা উচিত নয়। তবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন তারা যেন সুগন্ধি মেখে, সৌন্দর্য ছড়িয়ে মসজিদে না যায়। কারণ এতে এবাদত এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ ও কাকুতি-মিনতি করার পরিবেশ বিনষ্ট হবে। নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল।

১। তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে গমনের অনুমতি চাইলে সে যেন বাঁধা না দেয়। [বোখারী, খ,১, পৃ. ২০৯]

২। তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে গমনের অনুমতি চায় তবে সে যেন তাকে মানা না করে। [মুসলিম, খ. ১,পৃ. ৩৩৮]

৩। আল্লাহর বাদীদেরকে আল্লাহর মসজিদে গমনে বাধা দিও না। [মুসলিম, খ. ৪,পৃ. ১৬২, আল-মুহাল্লা, খ,৩, পৃ. ১২৯] আরেক বর্ণনায় রাসূল (সাঃ) নারীদেরকে মসজিদে গমনের অধিকার হতে বঞ্চিত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

৪। মহিলারা তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে গমনের অধিকার হতে বারণ করোনা। [মুসলিম, খ. ১,পৃ. ৩৩৯]

৫। মহিলাদেরকে রাতে মসজিদে ভ্রমণের অনুমতি দাও। [বুখারীখ. ১, পৃ. ২১৪]

ইবনু হাজার বলেন, রাতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাতেই যদি নারীদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দেয়া হয়, দিনে কোন বাধা থাকার প্রশ্নই আসে না। কেউ কেউ কোন দুষ্ট লোকদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার অজুহাতে নারীদেরকে বারণ করার যে মতপ্রকাশ করেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। রাতের আধারে অঘটন ঘটার যে আশঙ্কা থাকে দিনে বহু লোকের উপস্থিতির কারণে তা কম থাকে। এটাই বাস্তব সত্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নারীদের সালাত আদায়ের প্রসঙ্গ আসলে ফিতনা ও নারীদের নিরাপত্তার কথা তোলা হয়, অন্য সকল ক্ষেত্রে নারীদের সরব উপস্থিতির ক্ষেত্রে চুপ কেন? নারীদের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার খোদাপ্রদত্ত মীরাসী সমাপত্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রেও এ শ্রেণীটা চুপ থাকে। আবার নারীরা যাতে নিরাপদে মসজিদে যাতায়াত করতে পারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে তারা বধির ও বোকা থাকে।

রাসূলের খলিফাদের যুগে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়

রাসূলের (সা:) খলিফাদের যুগেও নারীদের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমনের এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বক্বর (রা:) এর যুগে মুসলিম নারীরা নিয়মিত জামাতে শরীক হয়ে সালাত আদায় করতেন। হযরত উমার (রা) মহিলাদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের জন্য পৃথক মসজিদের দরজার ব্যবস্থা করেন। নারীদের মসজিদে গমন করে জামায়াতে শরিক হতে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ না করলেও তিনি কাঁর স্ত্রীকে মসজিদে যেতে বারণ করেননি। তাঁর স্ত্রী আতিকা সালাত আদায়ে মসজিদে যেতেন। অপছন্দনীয় হওয়ার পরও উমার (রাঃ) নিজের স্ত্রীকে বাধা দেননি। কারণ তিনি নিজের পছন্দ অপছন্দের উপর রাসূল (সাঃ) এর অভিপ্রায়কে অগ্রাধিকার দিতেন। আর এ চেতনাটাই সঠিক ও যথাযথ। নারীদের মসজিদে গমনের বাধা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করায় ইবনু উমার (রাঃ) তাঁর পুত্রকে শাসন করেছিলেন। যে সব সাহাবী রাসূলের (সাঃ) এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন ইবনু উমার (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রাসূল (সাঃ) নারীদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেছেন। তার এক পুত্র এ হাদীস জানা থাকা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক অবস্থার বিচারে নারীদের মসজিদে গমনে বাধা দেওয়ার সংকল্প করলে তিনি তাকে শাসন করেছিলেন। এ সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ মুসলিমে কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে খ.১, পৃ. ৩৩৮ এ এসেছে। যে যুক্তিতে তিনি নারীদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করেছিলেন সে বিবরণও আছে কতক বর্ণনায়। তা হলো-‘তাহলে তারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে।’—পুত্রের এ আশঙ্কা যৌক্তিক হলেও ইবনু উমার তাকে শাসন করেছিলেন। কারণ রাসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে কোনো যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। আর এটাই নির্ভেজালভাবে রাসূলের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ঘটনার পর পুত্রটির সাথে ইবনু উমার (রাঃ) আমৃত্যু কথা বলেন নি। খুব সম্ভবত এ ঘটনার অব্যবহিত পরে তাদের একজনের মৃত্যু হয়। [মুসলিম, খ.১, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯] এ জন্য শাইখ উসাইমিন ইবনু উমার ও তদীয় পুত্রের ঘটনাকে উল্লেখ করে দাবী করেছেন যে, এটি অবশ্যই পালণীয় নির্দেশ। নারীকে নিষেধ করা হারাম হবে। [আশশারহুল মুমতি আলা যাদিল মুসতাকনি, খ. ৪, পৃ. ২৮৪] নারীদের ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ

রাসূলের (সাঃ) যুগে মহিলারা ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করতেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন নবী করিম (সা:) সালাত আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, প্রথমে সালাত আদায় করলেন, তারপর খুতবা দিলেন। ভাষণ শেষে মিম্বর থেকে নেমে তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, অতঃপর তাদেরকে উপদেশ দিলেন, এ সময় তিনি বেলালের (রা:) হাতে ভর দিয়েছিলেন। আর বেলাল (রা:) কাপড় মেলে ধরেছিলেন, যাতে নারীরা সাদাকা দিচ্ছিলেন। আমি [ইবনে জুরাইজ] ‘আতাকে বললাম: [নারীরা কি] সাদাকা ফিতরা [আদায় করছিলেন]? আতা বললেন, না, এটি ছিল ওই সময় দানকৃত বিশেষ সাদাকা; রমণীরা নিজেদের আংটি খুলে দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, বর্তমানে ইমামের কি উচিত হবে মহিলাদেরকে উপদেশ দেয়া? তিনি বললেন, এটি তাদের কর্তব্য, কেন তা তারা তা করবে না? [বোখারী, খ.১, পৃ.২৩৪] হাদীসটি কমপক্ষে ছয়টি স্থানে বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। চারটিতে ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বাকী দুটিতে জাবির বিন আব্দিল্লাহ (রা:) হতে।

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসুল (সা:) এর যুগে নারীরা ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করতেন। নারীদের উদ্দেশ্যে রাসুল (সা:) দ্বিতীয়বার বিশেষ ভাষণ প্রদান করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় নারীরা পুরুষদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করতেন। নারীদের ঈদের সালাতে অংশ গ্রহণকে রাসূল (সা:) খুবই গুরুত্ব দিতেন। এমন কি রাসুল (সা:) ঋতুবর্তী নারীদেরকেও ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। শিরীন তনয়া হাফসা বলেন, আমরা আমাদের মেয়েদেরকে ঈদের দিন বের হতে বারণ করতাম। একবার এক মহিলা এসে বনি খালাফের প্রাসাদে উঠলেন। তিনি বর্ণনা করলেন যে, তার ভগ্নিপতি রাসূলের (সা:) সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তম্মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে তার বোন স্বামীর সাথে ছিলেন। তিনি [আগন্তুক নারীর বোন] বলেন, আমরা রোগীদের দেখাশোনা করতাম আর আহতদের সেবা করতাম। তিনি রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কারো যদি জিলবাব [বড় চাদর] না থাকে, তার বের না হওয়ায় কি কোন অসুবিধা আছে? তিনি বললেন, তার সঙ্গিনী যেন স্বীয় চাদর দিয়ে বান্ধবীকে ডেকে নেয়। তাদের [মহিলাদের] উচিত কল্যাণময় কাজ ও মুমিনদের দোয়ার স্থানে উপস্থিত থাকা। হাফসা বলেন, উম্মুল আতিয়া যখন আসলেন, আমি তার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমার পিতা উৎসর্গিত হোক, আতিয়া রাসুল (সা:) এর নাম উচ্চারণ করলেই বলতেন, তার জন্য আমার পিতা উৎসর্গিত হোক, রাসূল (সা:) বলেছেন, সাবালিকা তরুণীও পর্দাশীনরা [অথবা সাবালিকা পর্দানশীন তরুণীরা, আইয়্যুব সন্দেহ করেছেন] এবং ঋতুবতী রমণীরা যেন বের হয়; তবে ঋতুবতীরা নামাজের স্থান হতে দূরে থাকবে। তারা যেন কল্যাণের কাজ ও মুমিনদের দোয়ার স্থলে হাজির হয়। হাফসা বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুবতীরাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেন নয়? ঋতুবতী নারী কি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয় না? তারা কি এটাতে ওটাতে যায় না? [বোখারী, খ.১, পৃ. ৮৪,২৩৩,২৩৫] এই হাদীসে বেশ কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়। বড় চাদরে শরীর আবৃত না করে নারীদের বের হওয়া নিষেধ। ইবাদত ও কল্যাণময় কাজে নারীদের অংশ গ্রহণ করা উচিৎ। ঋতুবতী নারীরাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না। কল্যাণময় কাজের স্থান, যিকর ও জ্ঞানার্জনের আসরে যেতে তাদের কোনো বাধা নেই। আমাদের দেশে নারীরা ঈদ ও সালাতে অংশগ্রহণ মনোভাব

আমাদের দেশে এক দল আলেম মনে করেন, নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে ফিতনা বিস্তারের কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে অনাসৃষ্টি মেনে নেওয়া যায় না। বাস্তব কথা হলো নারীদের ক্ষেত্রে এ মনোভাব পোষণ করা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। এতে নারী জাতিকে খাটো ও হেয় করা হয়। রাসূল (সাঃ) নালীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিতে বলেছেন, তিনি তাদের কে – এমনকি ঋতুবতী রমণীকেও ঈদগায়ে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের কল্যাণ কামনায় শরীক হতে বলেছেন। এ নির্দেশনাসমূহ কোনোটি কাল বা যুগ সংশ্লিষ্ট নয়। ধর্ষণের চেয়ে মারাত্মক ফেতনা আর হতে পারে না। রাসূলের (সাঃ) এর যুগে মসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়ে নারী ধর্ষিত হয়েছেন। তবুও তিনি নারীদের মসজিদে যেতে বারণ করেন নি। ফিতনার আশঙ্কায় নারীদেরকে মসজিদে গমনে বাধা দেওয়া সমীচীন হবে না। দুয়ার বন্ধ করলে প্রলয় থামে না। নারীদের মসজিদে গমনে বাধা দেওয়া ফেতনা দূর করার উপায় নয়। নারী আজ সবখানে সবক্ষেত্রে সব জায়গায়। এমতাবস্থায় শুধু মসজিদে গমনে বাধা দেওয়া মোটেও যৌক্তিক হবে না। বর্তমান যুগে নারীরা মসজিদে যেতে পারবে কিনা’ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে শাইখ বিন বায বলেন, এই যুগে এবং অন্য যুগেও মসজিদে নারীদের সালাত আদায় বৈধ। [বিন বায ও পরিষদ, ফাতওয়া, খ. ৭, পৃ. ৩৩৩] যারা ‘নারীদের ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম’ বলে দাবি করার হাদীস বলেন [তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে মানা করো না; তবেঘরই তাদের জন্য উত্তম’ আবুদাউদ,খ. ৪, পৃ. ১৬২] বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে তাদলীসের অভিযোগ করেছেন। বাড়িতে ও কক্ষে সালাত আদায় করা উত্তম সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাপারে ইবনু হাযম আপত্তি তুলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে হাসান লিগায়রিহী বলেছেন। সুতরাং নারীদের ঈদের সালাতে ও মসজিদে সালাত আদায় করার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। নারীদের জন্য পৃথক প্রবেশদ্বার ও অযুখানা ব্যবস্থা করে তাদের মসজিদে গমনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নারীদের বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের বহু স্থানে এ ব্যবস্থা হলেও এখনো সর্বত্র হয়নি। পৃথিবীর সকল দেশে মসজিদে নারীদের অংশগ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিকভাবে দ্বীন বুঝার তাওফিক দিন। আমীন।